Ain o Salish Kendra (ASK)

CHILD RIGHTS ADVOCACY COALITION in BANGLADESH

Save the Children

বাংলাদেশের শিশু অধিকার পরিস্থিতি বিষয়ক ইউপিআর স্টেকহোল্ডার প্রতিবেদন

বাংলাদেশের শিশু অধিকার
পরিস্থিতি বিষয়ক
ইউপিআর স্টেকহোল্ডার প্রতিবেদন

বাংলাদেশের শিশু অধিকার পরিস্থিতি বিষয়ক ইউপিআর স্টেকহোল্ডার প্রতিবেদন

এ প্রতিবেদনটি চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন কর্তৃক জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর)-এর আওতায় মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি তৈরিতে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেছে রাশেদা আকতার, সমন্বয়ক, শিশু অধিকার ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। ইংরেজি প্রতিবেদনটি তৈরি এবং বাংলা প্রতিবেদনটি সম্পাদনা করেছেন তামান্না হক রীতি, সহকারী সমন্বয়ক, শিশু অধিকার ইউনিট, আসক। প্রতিবেদন তৈরীতে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন মামুনুর রশীদ, ম্যানেজার, চাইল্ড রাইটস গভর্ন্যান্স ও চাইল্ড প্রটেকশন, সেভ দ্য চিলড্রেন।

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১৭

কপিরাইট: আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
সেভ দ্য চিলড্রেন

ডিজাইন ও প্রিন্ট: অর্ক

চাইল্ড রাইটস
অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন
ইন বাংলাদেশ-এর সদস্য তালিকা

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) Web: www.askbd.org	জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম www.girlchildforum.org
অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ www.actionaid.org	প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ www.plan-international.org
বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) www.bsafchild.net	সেভ দ্য চিলড্রেন https://bangladesh.savethe children.net/
চাইল্ড রাইটস গভর্ন্যান্স অ্যাসেম্বলি (সিআরজিএ) www.uddipan.org	টেরে দেস হোমস নেদারল্যান্ডস www.terredeshommes.nl/en
এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন– এডুকো www.educo.org	ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ http://www.wvi.org/bangla desh

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড: সারসংক্ষেপ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া ০৫

সারসংক্ষেপ ০৫

প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া ০৫

দ্বিতীয় খণ্ড: দ্বিতীয় পর্যায়ের সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি ০৬

১. শিশু অধিকার-সংক্রান্ত চুক্তির অনুমোদন ০৬

২. শিশুর জন্য সুশাসন ০৬

৩. শিশু নির্যাতন ০৯

৪. জন্মনিবন্ধন ১১

৫. প্রচলিত ক্ষতিকর চর্চা/প্রথা (বাল্যবিবাহ) ১২

৬. শিক্ষার অধিকার ১৩

৭. স্বাস্থ্যের অধিকার ১৪

৮. খেলাধুলা ও বিনোদনের অধিকার ১৫

৯. শিশুশ্রম ১৬

১০. শিশুর ন্যায়বিচার ১৭

১১. শিশু পাচার ও যৌন শোষণ ১৮

১২. রোহিঙ্গা শিশু সমস্যা ১৯

প্রথম
খণ্ড

সারসংক্ষেপ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া

সারসংক্ষেপ

এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেছে চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ। দেশীয় বেসরকারি সংগঠন, নেটওয়ার্ক এবং আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনসমূহের সমন্বয়ে এই কোয়ালিশনটি গঠিত হয়েছে। কোয়ালিশন গত ইউপিআর অধিবেশনের পর্যালোচনা শেষে গৃহীত সুপারিশের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে মধ্যমেয়াদি অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি করেছে, সেই সঙ্গে যে সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে কম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা চিহ্নিত করেছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কোয়ালিশন শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার জন্য আইনি ও নীতিগত সংস্কারের লক্ষ্যে সরকার ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে সমন্বিত ও সম্মিলিত অ্যাডভোকেসি কর্মসূচি পরিচালনা করেছে।

প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া

এই প্রতিবেদনে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক সংলাপ এবং অসংখ্য প্রকাশনা ও অন্যান্য দলিল এবং কোয়ালিশন সদস্যদের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনের খসড়া নিয়ে জাতীয় ও বিভাগীয় উভয় পর্যায়ে শিশুদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়েছে। বিভিন্ন আর্থসামাজিক অবস্থানের শিশুরা– লিঙ্গ, বয়স, ভৌগোলিক অবস্থান-নির্বিশেষে তাদের মতামত দিয়েছে। প্রতিবেদনে শিশুদের অধিকারের ক্ষেত্রে আইন ও প্রচলিত প্রথার প্রভাব, বিশেষ করে ২০১৩ সালের দ্বিতীয় পর্যায়ের ইউপিআর-পরবর্তী উদ্বেগের বিষয় এবং ঘটনাগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ইউপিআরে দেয়া সরকারের অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের অবস্থাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি

১. শিশু অধিকার-সংক্রান্ত চুক্তির অনুমোদন

১.১ ইউপিআরের দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ শিশু অধিকার সনদের যোগাযোগ প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত ঐচ্ছিক প্রটোকল ৩ অনুমোদনের সুপারিশটি (সুপারিশ নং ১২৯.১) গ্রহণ করে। কিন্তু ২০১৩ থেকে এ পর্যন্ত সরকার এই প্রক্রিয়া শুরুর জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

১.২ জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ-সংক্রান্ত কমিটির বারবার তাগিদ সত্ত্বেও সরকার এই সনদের ১৪ ও ২১ নম্বর ধারার ওপর সংরক্ষণ অব্যাহত রেখেছে।

সুপারিশ:

- শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষায় ঐচ্ছিক প্রটোকল ৩ অনুসমর্থন করা এবং একটি জাতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা তৈরি করা।
- জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের ধারা ১৪ ও ২১-এর ওপর থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা।

২. শিশুর জন্য সুশাসন

২.১ শিশুর অধিকার সুরক্ষায় বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে বাংলাদেশ ২০১৩ সালের ইউপিআরে (সুপারিশ নং ১২৯.৪, ১২৯.৪০) সম্মতি প্রকাশ করেছে। এ ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে শিশু আইন, ২০১৩; যা ১৯৭৪ সালের পুরোনো শিশু আইনের পরিবর্তে প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনে শিশু অধিকার সনদের বেশ কিছু ধারার প্রতিফলন রয়েছে,[১] তবে এ ধারাগুলো

১ এ আইনে শিশুর বয়স ১৬ থেকে ১৮ বছর করা হয়েছে। এ ছাড়া এ আইনের আরো উল্লেখযোগ্য দিক হলো– সকল জেলা ও উপজেলায় শিশু কল্যাণ বোর্ড তৈরি, থানায় শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগ, শিশুবান্ধব কর্মকর্তা (প্রবেশন অফিসার) নিয়োগ, শিশু আদালত স্থাপন, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক যত্নসহ আইনি সহায়তার সুযোগ ইত্যাদি। এ আইনের সূত্র ধরে দেশের প্রতিটি জেলায় একটি শিশু আদালত গঠন করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শিশুদের বিশেষ সেবা প্রদানের জন্য দেশের বিভিন্ন থানায় ৫৯৭ জন শিশুবান্ধব পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছে।

বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন একটি যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যা এ মুহূর্তে আমাদের দেশে নেই। এ ছাড়াও এই আইনটি বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী ও কার্যকর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থারও অভাব রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক যে, আইনটি গৃহীত হওয়ার পর চার বছর চলে গেলেও এখন পর্যন্ত আইনটির বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়নি। বিধিমালা মূলত একটি আইনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে, ফলে বিধিমালা ছাড়া এ আইনটির যথাযথ ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। তা ছাড়া এ সময়ের মধ্যে 'শিশু'র সংজ্ঞা নির্ধারণে বিভিন্ন আইনের মধ্যে যে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে তা দূর করার ক্ষেত্রে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি (সুপারিশ নং ১২৯.৪)।[২]

২.২ শিশুর বেঁচে থাকা, বিকাশ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে শুরু হওয়া 'শিশু বাজেট' একটি অন্যতম অগ্রগতি। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশই শিশু। সে তুলনায় শিশুদের জন্য জাতীয় বিনিয়োগ, বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষায় এখনো অপর্যাপ্ত। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট বাজেটের মাত্র ১৪.২ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল শিশুদের জন্য, যা জিডিপির ২.৫ শতাংশ।[৩] অন্যদিকে বাজেটে সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিশুদের সার্বিক প্রয়োজন ও বাস্তবতাগুলো বিবেচনায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অথচ বাংলাদেশে বাজেট প্রণয়নের প্রক্রিয়াগুলো এখনো অংশগ্রহণমূলক নয় এবং এ ক্ষেত্রে শিশুদের মতামতগুলো উপেক্ষিতই থেকে যায়।

২.৩ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে অনুযায়ী, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আসা কমবয়সি শিশুদের হার খুব নগণ্য। প্রায় দেড় কোটি শিশু সরাসরি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সেবা পায় না[৪]।

২.৪ সরকারের গৃহীত নীতিমালা ও উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। সরকারের প্রায় ২৩টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ শিশুদের জন্য বিভিন্ন তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে নিযুক্ত আছে। এসব মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের

২ শিশুর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন আইনের মধ্যে অসংগতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শিশু আইন, ২০১৩ এবং জাতীয় শিশু নীতি ২০১১-তে ১৮ বছরের নিচে সবাইকে শিশু বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু শিশুশ্রম বিশেষত ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নিরসনের লক্ষ্যে গৃহীত জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতিমালা, ২০১০, শিশু হিসেবে ১৪ বছরের কম বয়সিদের এবং ১৪ বছরের বেশি কিন্তু ১৮ বছরের কম বয়সিদের কিশোর-কিশোরী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

৩ Save the Children Child Budget Analysis 2016-2017, https://bangladesh.savethechildren.net/sites/bangladesh.Savethechildren.net/files/library/analysis child budget 2016-17.pdf

৪ National Social Protection Strategy (NSPS), http://www.plancomm.gov.bd/wp-content/uploads/2015/04/Final-Draft-of-National-Social-Security-Strategy_NSSS.pdf

জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিশুবিষয়ক পৃথক কোনো বিভাগ বা অধিদপ্তর নেই। বর্তমান সক্ষমতায় মন্ত্রণালয়টির পক্ষে সার্বিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, বাজেট বরাদ্দসংক্রান্ত ইস্যু এবং বাস্তবায়ন কৌশলসমূহের সমন্বয় সাধন করা বেশ কষ্টসাধ্য। নীতিগতভাবে সরকার শিশুদের জন্য পৃথক অধিদপ্তর গঠনের কথা বললেও সেই লক্ষ্যে অগ্রগতি বেশ ধীর।

২.৫ জাতীয় শিশু নীতি ২০১১-তে শিশুদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফোরামে শিশুদের ডাকা হলেও আলোচনায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত। নীতিটি বাস্তবায়নে এখন পর্যন্ত কোনো দিকনির্দেশনা বা কার্যপ্রণালি প্রস্তুত করা হয়নি। শিশুদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতারও অভাব রয়েছে।

২.৬ রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন কাঠামো, পদ্ধতি, ব্যক্তি ও ব্যবস্থাসমূহ দ্বারা প্রতিনিয়ত শিশুদের অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। এ ক্ষেত্রে আইন ও নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়নের অভাবে ও প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা না থাকায় অপরাধীদের সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা লক্ষ করা যায়। সেই সঙ্গে একটি সুসংগঠিত বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার অভাবে শিশুদের অধিকার লঙ্ঘনের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। ইউপিআরের দ্বিতীয় পর্যায়ে সরকার 'শিশু ন্যায়পাল' গঠনের ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল (সুপারিশ নং ১২৯.২৮)। দেশের শিশুদের বিদ্যমান অবস্থা বিবেচনা করে কোয়ালিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী একটি জাতীয় শিশু অধিকার কমিশন গঠন করার ব্যাপারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নীতিগতভাবে একমত হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া খুবই ধীর গতিতে এগোচ্ছে।

সুপারিশ:

- শিশু আইন, ২০১৩-এর বিধিমালা চূড়ান্ত করা এবং এর বাস্তবায়নে যথাযথ প্রশাসনিক, কারিগরি ও অর্থসম্পদ বরাদ্দ দেয়া।
- মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের জন্য শিশুবিষয়ক পৃথক অধিদপ্তর গঠনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করা।
- দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি স্বাধীন জাতীয় শিশু অধিকার কমিশন গঠন করা এবং কমিশনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও সম্পদ বরাদ্দ দেয়া।
- শিশুর অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে স্বীকৃত মান (স্ট্যান্ডার্ড) অনুযায়ী বিধিমালা এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন ও চালু করা এবং তা বাস্তবায়নে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- শিশু বাজেট প্রণয়নের আগে শিশুদের এবং যেসব সংস্থা শিশু অধিকার বিষয়ে কাজ করছে তাদের মতামত গ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩. শিশু নির্যাতন

৩.১ ইউপিআর দ্বিতীয় পর্যায় (২০১৩) পরবর্তী তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, শিশুরা অব্যাহতভাবে হত্যা, মারধর এবং ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নিজ বাড়িতে, স্কুলে, স্থানীয় কমিউনিটিতে এবং কর্মস্থলে প্রায় সব জায়গায় শিশুরা নির্যাতিত হচ্ছে এবং উচ্চশিক্ষিত, চাকরিজীবী, বিচারক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে এমনকি নিজের বাবা-মা পর্যন্ত নির্যাতনকারীর তালিকায় রয়েছে। অন্যান্য শিশুর তুলনায় পাচারের শিকার, শিশু যৌনকর্মী, প্রতিবন্ধী শিশু, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, শরণার্থী, এইডস-আক্রান্ত শিশু, দলিত সম্প্রদায়ের শিশুরা বেশি অরক্ষিত অবস্থায় থাকে। কর্মজীবী শিশুরা প্রতিনিয়ত নানা ধরনের নির্মম সহিংসতার শিকার হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনের ফলে তাদের মৃত্যুও ঘটে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের (বিএএসএফ) তথ্য অনুযায়ী ২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত তিন বছরে ১ হাজার ১৪১ জন এবং ২০১৭ সালের প্রথম আট মাসে (জানুয়ারি-আগস্ট) ২২২ জন শিশু নিহত হয়[৫]।

৩.২ এর পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান হারে শিশু ধর্ষণের ঘটনা উদ্বেগের অন্যতম একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৩-২০১৭ পর্যন্ত ১ হাজার ৭৩৫টি শিশু এবং ২০১৭ সালের জানুয়ারি-আগস্ট মাস পর্যন্ত ৩৯৯টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ ছাড়াও মেয়েশিশুদের ক্ষেত্রে নির্মমভাবে ছুরিকাঘাত, খুন বা আহত করার ঘটনা ঘটেছে[৬]। অনেক মেয়ে ধর্ষণ বা যৌন হয়রানির শিকার হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

৩.৩ রাজনৈতিক অস্থিরতা শিশুর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ২০১৩ সালে যানবাহনে আগুন দেয়া, বোমা হামলা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সহিংসতায় ৩৪ শিশু নিহত ও ৪৬ জন আহত এবং ২০১৫ সালে ১১ শিশু নিহত ও ১৭ জন আহত হয়[৭]। এ সময় বিভিন্ন মৌলবাদী ও জঙ্গিগোষ্ঠী আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে এড়ানোর জন্য শিশুদের মানব-ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে।

৩.৪ গণমাধ্যমের সংবাদবিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ২২ হাজার ৩৪৬ জন নারী ও শিশু ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেছে। এসব ঘটনায় ৫ হাজার ৩০০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ৮২০টি মামলায়

৫ বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ), http://bsafchild.net/

৬ দ্য ডেইলি স্টার, ২৯ আগস্ট ২০১৬, http://www.thedailystar.net/frontpage/risha-loses-the-battle-life-1277044

৭ https://bangladesh.savethechildren.net/news/child-protection/t-49

রায় হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মাত্র ১০১ জন আসামির দণ্ড হয়েছে। এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, এসব ঘটনার মাত্র ৩.৬৬ শতাংশ ক্ষেত্রে মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে এবং মাত্র ০.৪৫ শতাংশ আসামি শাস্তি পেয়েছে[৮]। উপরন্তু, চিকিৎসা নিয়েছে এমন ৭৭.৬ শতাংশ নারী-শিশুই কোনো মামলা করেনি।

৩.৫ হাইকোর্টের নির্দেশনা[৯] এবং সরকারের বারবার পরিপত্র জারি সত্ত্বেও শিক্ষাঙ্গনে শিশুদের শারীরিক শাস্তি প্রদান এখনো বন্ধ হয়নি। ২০14 থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ৯৬৩ শিক্ষার্থী এ ধরনের শারীরিক শাস্তি ভোগ করেছে। মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে, ছয় বছরের কমবয়সি শিশু, মেয়ে শিক্ষার্থী এবং দলিতের মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরর শিশুরাই এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষকের মৌখিক ভর্ৎসনার পর শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে এবং নির্যাতনের কারণে শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে[১০]।

৩.৬ বাংলাদেশে কিশোরী ও তরুণীরা ক্রমবর্ধমান হারে অনলাইনে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। পুলিশ প্রতিদিন অনলাইনে গড়ে ১০ থেকে ১২টি যৌন হয়রানির অভিযোগ পায় বলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এর ৯০ শতাংশ ভুক্তভোগী কিশোর-কিশোরী এবং এর চেয়ে কমবয়সি[১১]। খুব স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যায়, বাস্তবে এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা আরো অনেক বেশি। বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব ঘটনা ভুক্তভোগীরা আড়ালে রাখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে সংঘটিত অপরাধগুলোকে শাস্তির আওতায় আনার জন্য প্রচলিত আইনগুলো যুগোপযোগী করা হয়নি, এবং বর্তমান সাক্ষ্য আইনটি এত বেশি পুরোনো যে তাতে ইলেকট্রনিক সাক্ষ্যের কোনো উল্লেখই নেই। সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান না থাকাটাও এ ধরনের অপরাধ দমনে বড় একটি বাধা।

সুপারিশ

- শিশু নির্যাতন এবং ধর্ষণের সব মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা এবং শিশু নির্যাতন বন্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

---

৮ দ্য ডেইলি স্টার, ৩ অক্টোবর ২০১৬, http://www.thedailystar.net/op-ed/politics/what-we-need-do-1293022

৯ ১৩ জানুয়ারি ২০১১, হাইকোর্ট প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় সকল ধরনের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করেছে। পাশাপাশি এ ধরনের শাস্তিকে বিচারবহির্ভূত বলে অভিহিত করে যেসব শিক্ষকরা এসব শাস্তি দিয়েছন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলেন। হাইকোর্টের এ নির্দেশনার পর সরকার ২০১১ সালে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে।

১০ দ্য ডেইলি স্টার, ৩০ আগস্ট ২০১৬, http://dev.thedailystar.net/backpage/unable-pay-tk-80-exam-fee-schoolgirl-kills-herself-1277668

১১ http://www.dw.com/en/more-bangladeshi-girls-harassed-online-than-ever/a-38485906

- শিশু অধিকার সনদ-বিষয়ক কমিটির কাছে ২০১৫ সালে প্রদত্ত সরকারি প্রতিবেদনে উল্লিখিত 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ নীতিমালা ও নির্দেশিকা ২০১৫' প্রণয়ন করা[১২]।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুর শারীরিক শাস্তি অনুমোদন করে, এমন প্রচলিত আইন বাতিল করা এবং সর্বত্র এই শাস্তি নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়ন করা।

৪. জন্মনিবন্ধন

৪.১ দেশের প্রতিটি শিশুর বৈধ জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ইউপিআর দ্বিতীয় পর্যায়ে জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে (সুপারিশ নং ১২৯.৯৫)। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে নবজাতক শিশুর জন্মনিবন্ধনের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় সর্বনিম্ন পর্যায়ে– প্রতিবছর জন্ম নেয়া ৩০ লক্ষ শিশুর মধ্যে জন্মের প্রথম ৪৫ দিনের মধ্যে মাত্র ৩.৩ শতাংশ শিশুর জন্ম নিবন্ধিত হয়[১৩]। আরেকটি দুশ্চিন্তার বিষয় হলো মেয়েদের জন্মনিবন্ধনের সময় প্রকৃত বয়স গোপন করে বেশি বয়স দেখানোর প্রবণতা লক্ষ করা যায়। জন্মের প্রথম ৪৫ দিনের মধ্যে জন্মনিবন্ধন না হলে তা মেয়েশিশুদের বাল্যবিবাহের ঝুঁকিকে বাড়িয়ে দেয়[১৪]। কিছু কিছু পরিবার মেয়েদেরকে বাল্যবিবাহ দেয়ার সুযোগ রাখতে ইচ্ছা করেই এটিকে একটি কৌশল হিসেবে বেছে নেয়।

৪.২ নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করে এবং অভিভাবকদেরও জন্মনিবন্ধনের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে। এ ছাড়া সমাজের প্রান্তিক ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং দুর্গম এলাকায় জন্মনিবন্ধনের হার দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় উদ্বেগজনকভাবে কম।

সুপারিশ:

- সকল শিশুর বিনামূল্যে জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করা।
- মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং দুর্গম এলাকায় শিশুদের জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১২ http://mowca.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mowca.portal.gov.bd/page/6768565c_9b45_4aed_b390_919a52462d6c/CRC_draft_final_15.6.2015_bn.pdf

১৩ Plan International Bangladesh, Digital Birth Registration Technical Study Towards Strengthening CRVS'2016

১৪ Our Story: Child-led Alternative Report. Child Rights Situation in Bangladesh in Response to Fifth State Party Report, Bangladesh. National Children Task Force. October 2014

৫. ক্ষতিকর প্রচলিত প্রথা (বাল্যবিবাহ)

৫.১ ইউনিসেফের ২০১৬-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের ৫২.৩ শতাংশ মেয়েরই ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায় এবং বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে থাকা প্রথম পাঁচটি দেশের একটি বাংলাদেশ[১৫]। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহপ্রবণ এলাকাগুলোয় (গাইবান্ধা, নীলফামারী ও কুড়িগ্রাম জেলা) পরিচালিত সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সি ৬৯ শতাংশ কিশোরীই বিবাহিত এবং তাদের ৯২ শতাংশই স্কুল থেকে ঝরে পড়া[১৬]। বয়স ১৯ হওয়ার আগেই এই বালিকাবধূদের ৮৯ শতাংশ অন্তত একবার সন্তানসম্ভবা হয়, যাদের প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।

৫.২ ইউপিআর দ্বিতীয় পর্যায় (সুপারিশ নং ১২৯.৩১, ১২৯.৯০)-সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে সরকার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ত্বরিত পদক্ষেপ নেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এই অঙ্গীকারের বিপরীতে এবং শিশু অধিকার কর্মীদের অব্যাহত প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার ২০১৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করে, যাতে আগের আইনটির মতোই ছেলেদের জন্য বিয়ের বয়স ২১ এবং মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু, এ আইনে উল্লেখিত বিয়ের বৈধ বয়সের চেয়ে কমবয়সি শিশুদের বিয়ের জন্য একটি বিশেষ বিধান রাখা হয়েছে 'বিশেষ পরিস্থিতিতে' এবং 'শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে'। এই বিশেষ বিধানটি আইনটিতে একটি ফাঁকফোকর তৈরি করেছে এবং আইনের অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, কারণ এতে মেয়েদের ১৮ বছরের নিচে (এবং ছেলেদের ২১ বছরের নিচে) ন্যূনতম কত বয়সে বিয়ে দেয়া যাবে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি।

৫.৩ সরকার বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭-এর বিধিমালার খসড়া তৈরির কাজ শুরু করেছে। এই আইনের বিশেষ বিধানটি যাতে কেউ অপব্যবহারের সুযোগ না পায়, সেজন্য বিধিমালাটি কীভাবে প্রণয়ন করতে হবে সে ব্যাপারে শিশুসংগঠন এবং বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থাগুলো সরকারকে সহায়তা করছে। সরকার ইতিমধ্যে বাল্যবিবাহ বন্ধের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার প্রথম খসড়া প্রণয়ন ও শেয়ার করেছে এবং এখন মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এটিকে কাজে লাগানো।

---

১৫ http://www.girlsnotbrides.org/bangladesh-child-marriage-restraint-act-2016-recap/

১৬ পাঁচটি স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় টেরে দেস হোমস নেদারল্যান্ডস গাইবান্ধা,

সুপারিশঃ

- অনতিবিলম্বে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭-এর 'বিশেষ পরিস্থিতি' সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটির ব্যাখ্যাসংবলিত একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা, যাতে এই বিশেষ বিধানটি কেউ অপব্যবহার করতে না পারে। আইনের অপব্যবহারকারীদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা এবং বৈধ বয়সের চেয়ে কমবয়সিদের বিয়ে ঠেকানোর জন্য মনিটরিং সেল স্থাপন করা।
- ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েরা যাতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে, সেজন্য শিক্ষা প্রণোদনা বাড়ানো এবং অর্থনৈতিকভাবে দুস্থ পরিবারের মেয়েরা যাতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আসে তা নিশ্চিত করা।
- বাল্যবিবাহ বন্ধের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য অধিকার কর্মসূচি বাড়ানো।

৬. শিক্ষার অধিকার

৬.১ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ শিক্ষাখাতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। তা সত্ত্বেও এখনো কিছু বড় চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত, প্রতিবন্ধী, আদিবাসী শিশু এবং দুর্গম অঞ্চলে বাস করে এমন শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে। একটি জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, এখনো ৬ থেকে ১০ বছর বয়সি শিশুদের শতকরা ২৩ ভাগ স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না; এদের মধ্যে শতকরা প্রায় ১১ ভাগ কখনোই স্কুলে যায়নি, ১০ ভাগ দেরিতে স্কুলে গেছে, আর ২ ভাগ স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে। গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহরের বস্তি এলাকায় স্কুলের বাইরে থাকা এবং ঝরে পড়া শিশুদের শতকরা হার বেশি[১৭]।

৬.২ বাংলাদেশে বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে এবং শিশুরা তাদের অভিভাবকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। এখন পর্যন্ত একটি সমন্বিত শিক্ষা আইনের (সুপারিশ নং ১২৯.১৪২) মাধ্যমে প্রতিটি শিশুর জন্য একই মানের শিক্ষার সুযোগ ও পরিবেশ তৈরিতে সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

৬.৩ শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ২০১৩ সালের ইউপিআরে সরকারকে অনেকগুলো সুপারিশ (সুপারিশ নং ১২৯.১৩৮, ১২৯.১৪০, ১২৯.১৪১) প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু

প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যা পড়ছে তা বুঝতে পারছে না।

২০ Ending New born Deaths by Save the Children, 2014.

এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি।[১৮] জানুয়ারি ২০১৬-তে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ১০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এখনো সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই।[১৯] মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় মাত্রাতিরিক্ত পাঠ্যসূচি, জটিল টেক্সট বই এবং অকার্যকর গতানুগতিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ন ইত্যাদি সমস্যা এখনো বিদ্যমান।

৬.৪ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সম্পর্কে অভিযোগ আছে যে তারা উগ্রবাদী ইসলামপন্থিদের চাপে পড়ে শিক্ষাব্যবস্থায় একটি বিশেষ ধর্মীয় ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী লেখাগুলি সরিয়ে তার জায়গায় ইসলামি ভাবধারার লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সুপারিশ:

- অবিলম্বে একটি সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অন্তত ১৩ বছর পর্যন্ত বর্ধিত করা।
- প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির পর্যালোচনা করা, শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ও সুশৃঙ্খল পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি নিশ্চিত করা।
- স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধের উদ্যোগ শক্তিশালী করা, আরো বেশি যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত হ্রাস করা এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রায়োগিক ব্যবহার বাড়ানোর জন্য কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আওতা বৃদ্ধি করা।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠ্যপুস্তক থেকে উগ্রবাদী ধর্মীয় উপাদান সরিয়ে ফেলা এবং বই ছাপানোর কাজটি ভুলত্রুটিহীনভাবে করা।

৭. স্বাস্থ্যের অধিকার

৭.১ বাংলাদেশ পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যুর হার, অপুষ্ট/কম ওজনের শিশুর হার, নবজাতক শিশুর মৃত্যুহার ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, টিকাদান কর্মসূচির সম্প্রসারণ

২১ দ্য ডেইলি স্টার, ১৬ এপ্রিল ২০১৭

২২ জাতীয় শিশু নীতি ২০১১-তে উল্লেখ রয়েছে যে, শিশুর জন্য মানসম্মত বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার জন্য মাঠ ও উপকরণ থাকতে হবে। নগর পরিকল্পনায় শিশুদের জন্য খেলাধুলার মাঠ রাখা বাধ্যতামূলক করতে হবে। শিক্ষানীতি ২০১০ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খেলার মাঠ, খেলাধুলা ও শারীরিক কসরতের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করে।

এবং সংক্রামক রোগের প্রকোপ কমানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। তবে সবার জন্য স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এখনো অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

৭.২ শিশুমৃত্যুর হারের ক্ষেত্রে, একটি গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশে প্রশিক্ষিত ধাত্রীর অভাবে জন্মের সময় বা জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিবছর প্রায় ৯০ হাজার শিশু মারা যায়[২০]। এ ছাড়াও এখনো বাংলাদেশে প্রতিবছর ডায়রিয়ায় ৪৫ হাজার শিশু মারা যায়[২১]।

৭.৩ বাংলাদেশে আনুমানিক ৬০ লাখ শিশু দীর্ঘমেয়াদি অপুষ্টির শিকার। এই হার এখনো বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ। নারী ও শিশুরা এক বা একাধিক ধরনের অপুষ্টিতে ভোগে, যেমন– জন্ম-ওজন কম হওয়া, মৃত্যু, খর্বাকৃতি/অপুষ্ট, স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজনের শিশু, ভিটামিন-এ ঘাটতি, আয়োডিনের ঘাটতিজনিত রোগ এবং রক্তশূন্যতা।

৭.৪ বিদ্যমান স্বাস্থ্যসুবিধা প্রতিবন্ধীসহ অনেক প্রান্তিক শিশুর স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। কোয়ালিশনের তথ্য অনুযায়ী, জেলা, উপজেলা এবং গ্রাম পর্যায়ে পর্যাপ্তসংখ্যক চিকিৎসক, মেডিক্যাল সরঞ্জাম এবং ওষুধ না থাকায় শিশুরা যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে না।

সুপারিশ:

- বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির হার বাড়ানোর জন্য সব ধরনের উদ্যোগ নেয়া এবং এ ক্ষেত্রে মা ও শিশুর প্রসবপূর্ব এবং প্রসব-পরবর্তী সেবার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া।
- অপুষ্টির শিকার শিশুর সংখ্যা দ্রুত হ্রাসের লক্ষ্যে আরো সমন্বিত কৌশল গ্রহণ করা।

৮. খেলাধুলা এবং বিনোদনের অধিকার

৮.১ জাতীয় শিশু নীতি ২০১১[২২] -এর সুপারিশ সত্ত্বেও দেশে শিশুদের খেলাধুলা এবং বিনোদনের অধিকার লাভের চিত্র সন্তোষজনক নয়। ক্রমবর্ধমান অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে বড় বড় শহরগুলোতে বেশিরভাগ খেলার মাঠ এখন প্রভাবশালীদের দখলে চলে গেছে। উপরন্তু, বিদ্যমান নীতিমালাগুলোতে খেলাধুলা

২৩ Child labour Survey (CLS) Bangladesh 2013. October, 2015, Bangladesh Bureau of Statistics, http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/ChildLabourSurvey2013.pdf

২৪ Dhaka Tribune, http://archive.dhakatribune.com/BANGLADESH/2016/JAN/19/CHILD-LABOUR-STILL-RISING

২৫ ২০১৫ সালে বেশ কিছু শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ দেয়া হলেও এখনো পরিদর্শকের সংখ্যা বাংলাদেশের

ও অন্যান্য বিনোদন/সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মেয়েদের সম-অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় না; বরং অনেক সময় এসব কাজে অংশ নিতে তাদের বাধা দেয়া হয় এবং নিরাপত্তার অভাবে ঘরে বন্দি করে রাখা হয়।

৮.২ শিশুদের খেলাধুলা এবং বিনোদনের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য দেশে কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। ১৯৯৮ সালে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ক্রীড়ানীতির একটি খসড়া তৈরি করলেও প্রায় ২০ বছরেও এটি চূড়ান্ত করা হয়নি। শিশু এবং যুবা বয়সিদের খেলাধুলা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর করা এবং এর সুফল সম্পর্কে জানানো জরুরিভাবে প্রয়োজন।

সুপারিশ

- সব বয়সি (ছেলেমেয়ে উভয়ই) এবং সব এলাকার (গ্রামীণ ও শহুরে) শিশুদের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্রীড়ানীতির খসড়া চূড়ান্ত করা এবং শিশুদের খেলাধুলা ও বিনোদনের অধিকার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা।
- 'সবার জন্য খেলাধুলা' নিশ্চিত করার জন্য মেয়েদের অংশগ্রহণের ওপর জোর দিয়ে তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা।

৯. শিশুশ্রম

৯.১ শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন ইতিবাচক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ২০১৩ সালের জাতীয় শিশুশ্রম জরিপে দেখা যায়, দেশের প্রায় ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার শিশু বিভিন্ন শ্রম খাতে কাজ করছে এবং ১৫ থেকে ১৭ বছর বয়সি প্রায় ১২ লক্ষ ৮০ হাজার শিশু বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত আছে।[২৩]

৯.২ সরকার ২০১০ সালে শিশুশ্রম নিরসন নীতি প্রণয়ন করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ কোনো শিশুই ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় থাকবে না এবং ২০১৬ নাগাদ দেশে কোনো শিশুশ্রমই থাকবে না। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন থেকে সরকার এখনো অনেক দূরে। ২০১২ সালের ৩৮টি চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ খাতের মধ্যে এখন পর্যন্ত কেবল দুটি খাতই শিশুশ্রম-মুক্ত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে গার্মেন্টস আর চিংড়িশিল্প। অন্যদিকে পরিবহণশিল্পসহ অন্যান্য খাতে এখনো উচ্চমাত্রায় শিশুশ্রম বিরাজমান। অনেক শিশুই এখনো বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত।[২৪]

জনশক্তির তুলনায় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী অনেক কম।

২৬ Snapshot of Success, available at https://bangladesh.savethechildren.net/sites/bangladesh. savethechildren.net/files/library/CRC@25%20Report.pdf

২৭ Bangladesh, Child labour, 2015, Moderate Advancement, BUREAU OF INTERNATIONAL LABOR AFFAIRS

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, দ্য ডেইলি স্টার, http://www.thedailystar.net/hc-weighs-in-11258

৯.৩ পর্যাপ্তসংখ্যক পরিদর্শকের অভাব এবং আইনের দুর্বল প্রয়োগের কারণে শিশুশ্রম বন্ধ হচ্ছে না।[২৫] বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায়, আনুষ্ঠানিক বিভিন্ন খাতে পরিদর্শনের ব্যবস্থা চালু হলেও অনানুষ্ঠানিক খাতগুলোতে পরিদর্শন হয় না বললেই চলে।[২৬] অথচ এসব খাতে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশুশ্রমিক কর্মরত রয়েছে।[২৭]

৯.৪ শিশুর গৃহকর্মকে আইএলও সনদের ১৮২ নং ধারায় এবং আইএলও সুপারিশ ১৯০-এ বর্ণিত ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বাংলাদেশ সরকারের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকায় গৃহকর্ম নেই। উপরন্তু ২০১৩ সালের (সংশোধিত) শ্রম আইনেও গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে এটি এখনো একটি আনুষ্ঠানিক খাত হিসেবে স্বীকৃত নয়। গৃহশ্রমিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫ গৃহীত হলেও উক্ত নীতি অনুযায়ী কোনো আইন তৈরি না হওয়ায় এটির মূল উদ্দেশ্য শিশু গৃহকর্মীদের কল্যাণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

সুপারিশ:

- ২০২৫ সালের মধ্যে সকল ধরনের শিশুশ্রম বিলোপের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ রাখা।
- ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় শিশুদের নিয়োগ কমিয়ে আনতে একটি পুনর্বাসন কৌশল প্রণয়ন করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে নীতিমালার নিবিড় পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় বিভিন্ন কমিটিকে সক্রিয় করা।
- গৃহশ্রমিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণ আইন প্রণয়ন করা এবং আইএলও সনদের ১৩৮ ও ১৮৯ ধারা অনুসমর্থন করা।

১০. শিশুর ন্যায়বিচার

১০.১ একটি শিশুবান্ধব বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১৩ সালের শিশু আইনে নির্দিষ্ট কিছু সংস্থা ও তাদের দায়দায়িত্বকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ইউপিআরে সুপারিশ (সুপারিশ নং ১২৯.৯৪) সত্ত্বেও ২০১৩ সালের শিশু আইনে শিশু অপরাধীর ন্যূনতম বয়স ১২-তে উন্নীত করা হয়নি।

---

২৯ ECPAT International (2014), "The Commercial Sexual Exploitation of Children in South Asia", available at, http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/Regional%20CSEC%20Overview_South%20Asia.pdf, accessed on 15 July 2017.

৩০ Human Trafficking in Bangladesh: Analysis, Challenges and Recommendations. Available at

১০.২ দেশে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সংখ্যা অপ্রতুল এবং এসব কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণে অবহেলা লক্ষ করা যায়।[২৮] বর্তমান কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোতে শিশুর সংখ্যা ধারণক্ষমতার বাইরে এবং সেখানে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। প্রায়ই দেখা যায় অপরাধী এবং বিচারাধীন শিশু উভয়কেই একই কেন্দ্রে রাখা হয়। এসব কেন্দ্রে শিশু নির্যাতন ও অব্যবস্থাপনাও একটি উদ্বেগের বিষয়।

সুপারিশঃ

- শিশু অপরাধীদের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পুনর্বাসনের বদলে পরিবারভিত্তিক পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। শিশুকে কোনো প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর আগে বিকল্প সেবার বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা। যেমন স্বজনের সেবা, ছোট ছোট দলে আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা, সহযোগিতাভিত্তিক স্বাধীন জীবনযাপন, 'ফস্টার কেয়ার' ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- শিশুদের আবেগীয়, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্বতা বিবেচনায় শিশু আইন, ২০১৩-এ শিশু অপরাধীর ন্যূনতম বয়স ১২ বছরে উন্নীত করা।

১১. শিশু পাচার এবং যৌন শোষণ

১১.১ শিশুর যৌন শোষণের বিষয়টি বাংলাদেশে অনেকটা নিষিদ্ধ বিষয়ের মতো। অনেক ক্ষেত্রে পতিতালয়, হোটেল এবং রাস্তায় যৌন ব্যবসায় যুক্ত শিশুর যৌন শোষণ শুরু হয় মাত্র ১০ বছর বয়স থেকেই। পতিতালয়ের অনেক শিশুই যৌনদাস হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়। আনুমানিক ৪০ হাজার পথশিশু এ ধরনের শোষণের শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে আছে; এর মধ্যে আনুমানিক ১০ শতাংশ কেবল বেঁচে থাকার জন্য যৌন ব্যবসায় থাকতে বাধ্য হচ্ছে কিংবা তাদের জোরপূর্বক বাধ্য করা হচ্ছে[২৯]।

১১.২ মানবপাচার রোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি (সুপারিশ নং ১২৯.১৮, ১২৯.১৯, ১২৯.৩৭) সাধিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ পাচারের হাত থেকে উদ্ধারকৃতদের যথাযথ ন্যায়বিচার প্রাপ্তি এবং পাচারকারীদের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে পুরোপুরি সক্ষম হয়নি। এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের মানবপাচার বিষয়ক প্রতিবেদনের র‍্যাংকিংয়ে অনেকদিন ধরেই দ্বিতীয় স্তরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ[৩০]। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ শোষণ প্রতিরোধে ভুক্তভোগীদের মধ্যে

---

http://www.mediafire.com/view/99y6ootqstd0ub6/BNWLA+Publication+on+Human+Trafficking.pdf

৩১ ০৩ অক্টোবর ২০১৭, ঢাকা ট্রিবিউন, http://www.dhakatribune.com/world/south-asia/2017/10/03/rohingya-children-without-families-need-extra-attention-save-children/, accessed on 04 October 2017

সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বৃহৎ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারেনি, সেই সঙ্গে আইনি প্রতিকার প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিতেও ব্যর্থ হয়েছে। অধিকন্তু গৃহীত উদ্যোগগুলোর কার্যকর পর্যবেক্ষণ করতে না পারা সরকারের একটি বড় ধরনের দুর্বলতা। তা ছাড়া পাচারের শিকার হয়ে যেসব শিশু পতিতালয়ে ও গৃহকর্মীর কাজ করছে এবং যারা উদ্ধার হয়ে ফিরে এসেছে তাদের পুনর্বাসনের জন্যও যথাযথ উদ্যোগের অভাব রয়েছে।

সুপারিশঃ

- যৌন শোষণের মামলার সুষ্ঠু তদন্ত, বিচার এবং শাস্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুলিশ, সীমান্তরক্ষী বাহিনী, আইনজীবী এবং বিচারকসহ আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- যৌন শোষণের শিকার শিশুর (ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই) উদ্ধার ও পুনর্বাসনসেবা নিশ্চিত করা, রেফারাল পদ্ধতি চালু করা এবং এই সেবার মান বজায় রাখার জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা।

১২. রোহিঙ্গা শিশু সমস্যা

১২.১ চলতি ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর থেকে ৫ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগই ১৮ বছরের কম বয়সি শিশু। এর মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ১ হাজার ৮০০ জন স্বজনহারা শিশু রয়েছে, যারা এই সহিংসতার সময় হয় তাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়েছে কিংবা তাদের হারিয়ে ফেলেছে। এই শিশুদের মানসিকভাবে সুস্থ করে তোলা এবং অপুষ্টি, রোগ, পাচার, নির্যাতন ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন[৩১]।

সুপারিশঃ

- শরণার্থী শিশুদের অবস্থা/পরিস্থিতি এবং তাদের নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী হচ্ছে কি না, তা লক্ষ রাখা এবং ১৯৫১ সালের সনদ এবং ১৯৬৭ প্রটোকল অনুমোদন করা।
- সন্তানসম্ভবা ও দুগ্ধপোষ্য শিশু আছে, এমন মায়েদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে এবং সমন্বিতভাবে জীবন রক্ষাকারী সহায়তা প্রদান এবং কিশোরীদের পাচার ও যৌন শোষণের হাত থেকে সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

- স্বজনহারা শিশুরা যাতে তাদের পরিবারকে ফিরে পায় অথবা উপযুক্ত বিকল্প একটি পরিবারে স্থান পায় কিংবা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কমিউনিটি-ভিত্তিক সেবাগুলি পায়, তা নিশ্চিত করা।
- দুস্থ/অসহায় সব শিশুর কাছে (নতুন করে যেসব রোহিঙ্গা শিশু এসেছে এবং যারা সাম্প্রতিক এই ঘটনার আগে থেকেই বাংলাদেশে আছে) প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছানো নিশ্চিত করা, পুনর্বাসন/সহায়তা পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদের মনঃসামাজিক আরোগ্যলাভের জন্য যত দ্রুত সম্ভব প্রচলিত অনানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়সমূহ পুনরায় চালু করা।
- নতুন আসা উদ্বাস্তুদের মানবিক চাহিদা পর্যালোচনা এবং সেগুলি পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্য সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ এবং বৃদ্ধির ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব প্রদান করা।

চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ

চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ দশটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত একটি জোট যা বাংলাদেশে শিশু অধিকার রক্ষায় কাজ করছে। কোয়ালিশনের দশটি সদস্য সংস্থাগুলো হলো: এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ (এএবি), আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ), চাইল্ড রাইটস গভর্ন্যান্স অ্যাসেম্বলি(সিআরজিএ), এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এডুকো, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, সেভ দ্য চিলড্রেন, টেরে দেস হোমস ন্যাদারল্যান্ডস এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। কোয়ালিশন বিশ্বাস করে একক প্রচেষ্টার তুলনায় জোটবদ্ধ অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম বাংলাদেশে শিশু অধিকার রক্ষা ও বাস্তবায়নে অনেক বেশি গতি আনতে সক্ষম। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই কোয়ালিশন গঠিত হয়েছে। বর্তমানে কোয়ালিশন সমন্বিতভাবে সরকার ও অন্যান্য অংশীদারদের সাথে বাংলাদেশে শিশু অধিকার রক্ষায় আইন ও নীতিমালা পরিবর্তন এবং প্রনয়ণে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

actionaid BSAF CRGA Child Rights Governance Assembly educo PLAN INTERNATIONAL terre des hommes stops child exploitation Save the Children World Vision